তাং ... 1 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৮

সংবাদ

এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে রংপুরে প্রশ্নপত্র ফাঁস

সারাদেশে ১২শ' পরীক্ষার্থী ও ২ জন শিক্ষক বহিষ্কার

বরিশালে শিক্ষার্থী ছুরিকাহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারাদেশে আরও ১ হাজার ২শ' পরীক্ষার্থী এবং ২ জন শিক্ষক বহিস্কৃত হয়েছেন। রংপুরে ১৯৯৯-২০০২ শিক্ষাবর্ষের প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে। বরিশালে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে এক পরীক্ষার্থিনী আহত হয়েছে। রাজধানীর একটি কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পুলিশ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুম সূত্র জানায়, শনিবার ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে রাজশাহী বোর্ডে সর্বোচ্চ ৩শ' ৭৯ জন বহিস্কৃত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে ২শ' ৪৯ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৯১ জন, যশোর বোর্ডে ১শ' ৬ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪৯ জন, সিলেট বোর্ডে ৪১ জন এবং বরিশাল বোর্ডে ১শ' ৫৩ জন বহিস্কৃত হয়েছে। আলীম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৫১ জন বহিস্কৃত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষায় ৬৭ জন বহিস্কৃত হয়েছে। গাইবান্ধা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২ শিক্ষক বহিস্কৃত হয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খবর দিয়েছেন। তবে বরিশালের একটি কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থিনী ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন বলে আমাদের জেলা বার্তা পরিবেশক জানান।

রাজধানীর মিরপুরের বিসিআইসি কলেজ কেন্দ্রের কয়েকজন পরীক্ষার্থী অভিযোগ করে, সকালে কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পুলিশ প্রবেশপত্রসহ ফাইল নিয়ে শিক্ষার্থীদের বাধা দেয়। প্রচণ্ড গরমে ঘামের হাত থেকে রক্ষার জন্য বহন করা স্বচ্ছ ফাইলও পুলিশ রেখে দেয়। এক পরীক্ষার্থী অভিযোগ করে, এমনকি পুলিশ তার প্রবেশপত্র পর্যন্ত রেখে দেয়। এটা আসলেই প্রবেশপত্র কিনা তা পরীক্ষার জন্য একজন শিক্ষক আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে বলে। পরবর্তীতে অন্য শিক্ষার্থীদের অনুরোধে ওই পুলিশ প্রবেশপত্র ফেরত দেয়। কয়েকজন শিক্ষার্থীর

বহিষ্কার ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

বহিষ্কার ঃ শিক্ষক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মানিব্যাগও পুলিশ রেখে দেয় বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে।

রংপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক জানান,

শনিবার রংপুরে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ২য় পত্রের ১৯৯৯-২০০২ সিলেবাসের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত রংপুর শহরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে ১ থেকে ২ হাজার টাকায় উত্তরপত্রসহ বিক্রয় হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি; বরং পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব না দিলেও শনিবার গঙ্গাচড়া ডিগ্রি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষায় বাইরে থেকে লিখে আনা অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল খাতার সঙ্গে সংযুক্ত করার সময় একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গঙ্গাচড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মূলত এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ২য় পত্রের মূল প্রশ্নপত্র এবং হাতে লেখা প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা গেছে, হুবহু মূল প্রশ্নের সঙ্গে মিল রয়েছে। তবে মূল প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের সঙ্গে মিল রাখা হয়নি।

শুক্রবার রাত ৯টার পর রংপুরে জানাজানি হয়ে যায়, ইংরেজি ২য় পত্রের ১৯৯৯-২০০২ সিলেবাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, উত্তরপত্রসহ ১ থেকে ২ হাজার টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। এ খবর পেয়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন-উত্তরপত্র সংগ্রহ করার জন্য ছোটাছুটি করে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এ অবৈধ বাণিজ্য। একইভাবে জেলার পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুরসহ সকল উপজেলার পার্শ্ববর্তী লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় ফাঁস হওয়া প্রশ্ন-উত্তরপত্রসহ বিক্রি হয়েছে।

শনিবার রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলা সদরে অবস্থিত গঙ্গাচড়া হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষের দিকে গঙ্গাচড়া ডিগ্রি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অনিয়মিত ছাত্র রইসউদ্দিন (আব্দুল) যার রোল নম্বর-১২৯২০৪, রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৮৭০১৪৩, বাইরে থেকে লিখে আনা অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল খাতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে গিয়ে দায়িত্বরত শিক্ষিকার হাতে ধরা পড়ে। কর্তব্যরত ধনতলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষিকা আফসানা জামান জানান, ওই কক্ষে তিনি কোন অতিরিক্ত উত্তরপত্র সরবরাহ করেননি। ওই পরীক্ষার্থী মূল খাতার সঙ্গে বাইরে থেকে আনা উত্তরপত্র সংযুক্ত করতে চাইলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি ধরা পড়ে। সেখানে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার্থীর লিখে আনা উত্তরপত্র মিলিয়ে হুবহু মিল পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে গঙ্গাচড়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব হামিদুর রহমান জানান, তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি জানেন না। তবে ওই ছাত্রের বাইরে থেকে নিয়ে আসা উত্তরপত্রের মিল পাওয়ায় তার সন্দেহ হচ্ছে। গঙ্গাচড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি তিনি জানতেন না, তবে ধৃত পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরপত্র হুবহু মিল পাওয়া গেছে।

এদিকে, শনিবার রংপুর শহরসহ জেলার সর্বত্র ইংরেজি ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং উত্তরপত্র সংগ্রহ করে অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

মূল প্রশ্নপত্র এবং ফাঁস হওয়া হাতে লেখা প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। কিভাবে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো, কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত- সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।